পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আশু কাজ

১. পশ্চাৎপদ এলাকাগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মসূচি

১.১ পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত ভারতবর্ষের ২৫০টি জেলায় Backward Regions Grant Fund (BRGF) বা **পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল** নামে একটি নতুন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে । বর্তমানে ***রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা*** নামে যে কর্মসূচি চালু আছে (পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায়), তার নামে, উদ্দেশ্যে ও বৈশিষ্ট্যে বেশ কিছু পরিবর্তন এনে এই কর্মসূচি ২০০৬-০৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে । একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল (২০০৭-১২) পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালু থাকবে ।

১.২ Grant Fund বা অনুদান তহবিল নামে পরিচিত হলেও এইটি একটি পরিপূর্ণ কর্মসূচি । এই কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে - কেন্দ্রে ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ । পশ্চিমবঙ্গের যে ১১টি জেলায় এই কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ করা শুরু হয়েছে সেগুলি হল : (ক) জলপাইগুড়ি; (খ) উত্তর দিনাজপুর; (গ) দক্ষিণ দিনাজপুর; (ঘ) মালদা; (ঙ) মুর্শিদাবাদ; (চ) বীরভূম; (ছ) পুরুলিয়া; (জ) বাঁকুড়া; (ঝ) পশ্চিম মেদিনীপুর; (ঞ) পূর্ব মেদিনীপুর এবং (ট) দক্ষিণ ২৪ পরগণা; । ১১টি জেলার মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়া অন্য সব জেলায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা নামে কর্মসূচিটি চালু আছে ।

১.৩ জেলা স্তরে, এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে রাজ্যের প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা । পুরসভাগুলিকে সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের পুরসভা বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সমন্বয় বজায় রাখবে । জেলা স্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাগুলির পরিকল্পনার সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবে জেলা পরিকল্পনা কমিটি ।

২. পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত জেলাগুলিতে পরিপূরক আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে, বর্তমানে প্রাপ্তব্য যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়ে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলাকাগত বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব উদ্দেশ্য পূরণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল :

- স্থানীয় পরিকাঠামোতে এবং উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে গেছে, সেগুলি পূরণ করতে সহায়তা করা ।
- সহভাগী প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, আরো উপযুক্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে শক্তিশালী করা ।
- পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে উপযুক্ত কারিগরি সহায়তা দেওয়া ।
- গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা ।

২.২ বর্তমানে রাজ্যের ছয়টি জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু আছে এবং ২০০৮ সালের মধ্যে আরো ছয়টি জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় । গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির লক্ষ্য এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে বহুলাংশে মিল আছে । সেই প্রেক্ষিতে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ বাড়তি সহায়তার সঙ্গে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্য সহায়তাকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে এবং তার

সঙ্গে পুরসভাগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র দূরীকরণের কাজে আরো খানিকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যেতে পারে ।

৩. পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বৈশিষ্ট্য

৩.১ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের দুইটি ধারা : **(ক) সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা ।** পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ, তদারকি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক জেলার জন্য এই খাতে বছরে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে । **(খ) সুসংহত উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তা ।** ২০০৭-০৮ সাল থেকে প্রত্যেক জেলা প্রত্যেক বছর তার জন্য নির্দিষ্ট প্রাপ্য বা হক অনুসারে আর্থিক সহায়তা পাবে - যার অঙ্ক হবে বছরে কম পক্ষে ১০ কোটি টাকা । ২০০৭-০৮ সালে কোন জেলা তার জন্য নির্দিষ্ট প্রাপ্য বা হক অনুসারে কত আর্থিক সহায়তা পাবে, তার বিবরণ নীচের সারণীতে দেওয়া হল ।

ক্রং নং	জেলার নাম	২০০৭-০৮ সালের জন্য প্রাপ্য হক বা বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
১.	জলপাইগুড়ি	২১.৮৮	
২.	উত্তর দিনাজপুর	১৭.৬৪	
৩.	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৪.৮৮	
৪.	মালদা	১৯.৮৫	এর মধ্যে ২০০৬-০৭ সালের জন্য তৈরি-করা পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১০ কোটি টাকা ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষে পাওয়া গেছে ।
৫.	মুর্শিদাবাদ	২৬.৮১	-ওই-
৬.	বীরভূম	১৯.৮৬	
৭.	পুরুলিয়া	১৯.৯৩	
৮.	বাঁকুড়া	২১.৮৫	
৯.	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৮.৫৭	
১০.	পূর্ব মেদিনীপুর	২২.৯৭	এর মধ্যে ২০০৬-০৭ সালের জন্য তৈরি-করা পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১০ কোটি টাকা ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষে পাওয়া গেছে ।
১১.	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৩০.৬৬	
মোট		২৪৪.৯০	

৩.২ প্রত্যেক বছরে জেলাগুলির প্রাপ্য টাকার অঙ্ক একই নাও হতে পারে । যেমন, ২০০৭-০৮ সালে প্রাপ্য টাকার অঙ্ক আগের বছরের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে ।

৩.৩ যাই হোক, রাজ্য স্তরীয় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের দ্বারা নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া নি:শর্ত তহবিল বাবদ পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি প্রতি বছর যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ক্ষেত্রেও একই ভাবে, উপরের সারণীতে নির্ধারিত অঙ্কের মধ্যে, প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে, কোন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) এবং কোন পুরসভা বছরে কত পরিমাণে আর্থিক সহায়তা পেতে

পারে তা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে জেলাগুলিকে পৃথকভাবে অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়া হবে ।

৩.৪ প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে এই আর্থিক সহায়তা পেতে হলে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাকে যথাযথভাবে পরিকল্পনা করতে হবে । প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা পরিকল্পনার একক হিসাবে ধার্য হবে । পরিকল্পনা কমিশনের জারি করা পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এই কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে । নীচের স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং সহভাগী প্রক্রিয়ার নীতিতে পরিকল্পনা রচনার কাজ করতে হবে । সমাজের সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী যেমন তফশিলী জাতি/তফশিলী আদিবাসী প্রমুখদের জন্য আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ সদ্ব্যবহার করতে হবে । মূল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তফশিলী জাতি/তফশিলী আদিবাসীদের জন্য একটি উপ-পরিকল্পনা রচনা করার জন্য এই কর্মসূচির নির্দেশাবলীতে উল্লেখ আছে - যাতে কোন প্রকল্পে বরাদ্দের কত অংশ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ।

৪. পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় ২০০৭-০৮ সালের জন্য কর্ম পরিকল্পনা

৪.১ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে এই নতুন কর্মসূচি সম্বন্ধে বাংলায় একটি বিশদ নির্দেশাবলী পরে প্রকাশ করা হবে - যার ভিত্তিতে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে (২০০৭-১২) সমন্বয় বজায় রেখে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে, সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা কীভাবে পরিকল্পনা রচনা করবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে । আপাতত, ২০০৭-০৮ সালের জন্য প্রাপ্য বা হক অনুসারে, সামগ্রিক জেলা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও পুরসভার জন্য একটি করে নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (BRGF Plan for 2007-08) তৈরির কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

৪.২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে আটটি জেলায় রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা নামে কর্মসূচি চালু আছে, সেখানে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেই সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেও, রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা বাবদ বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করার আগে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে মুক্ত তহবিল বাবদ কোনো বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হবে না - এই মর্মেই প্রথমে ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছিল । সম্প্রতি পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে যে, ওই আটটি জেলায় রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা বাবদ বরাদ্দ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে মুক্ত তহবিল বাবদ বরাদ্দ একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে পাওয়া যাবে ।

৪.৩ অন্য দিকে, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুর - এই তিন জেলার ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ সালের জন্য তৈরি-করা পরিকল্পনার ভিত্তিতে যে ১০ কোটি টাকা করে সহায়তা ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষে পাওয়া গেছে এবং তার ভিত্তিতে রূপায়ণের কাজও চলছে, এই আর্থিক সহায়তাকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষের প্রাপ্য বা হক-এর অংশ হিসাবে ধরতে হবে এবং বকেয়া অংশের জন্য পরিকল্পনা করে অবিলম্বে জমা দিলে ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষের প্রাপ্য বা হক-এর বকেয়া অংশ পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে এই বছরেই পাওয়া যাবে । ২০০৬-০৭ সালের জন্য সেই বছরের প্রাপ্য অনুসারে এই তিনটি জেলা থেকে যে পরিকল্পনা (BRGF Plan for 2006-07) তৈরি করে, জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদন নিয়ে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছিল, সেই পরিকল্পনার নথিতে কর্মসূচির

সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে নিয়ে, তাকে **পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৭-০৮ সালের পরিকল্পনা** (BRGF Plan for 2007-08) হিসাবে পুনর্নির্মাণ করে নেওয়া যায় ।

৪.৪ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় ১১টি জেলার জন্যই অবিলম্বে ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষের জন্য দুই ধরনের খাতের আর্থিক সহায়তার জন্য দুই ধরনের পরিকল্পনা করতে হবে : **(ক) পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরিকল্পনা; এবং (খ) ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম পরিকল্পনা ।**

৪.৫ প্রথম ধরনের পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে করা হচ্ছে, কেননা এই খাতের সহায়তায় এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলি রাজ্য স্তর থেকে করা হবে এবং এই খাতের সহায়তায় যে সব কাজ জেলায় করতে হবে, সেগুলিও কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে করা পরিকল্পনাটির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে । ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে এই দুই খাত থেকেই আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে - যদি রাজ্য স্তর থেকে প্রথম খাতটির জন্য এবং ১১টি জেলা জেলা থেকে দ্বিতীয় খাতটির জন্য, অতি দ্রুত এই কর্মসূচির নিয়মাবলী অনুসরণ করে, নভেম্বর ২০০৭-এর মধ্যে একটি করে সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করে, আর্থিক সহায়তার জন্য ভারত সরকারের কাছে তা পেশ করা যায় । যদিও পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে তৈরি করা হচ্ছে, তবুও এই সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই খাতের কর্ম পরিকল্পনার আওতায় কোন কোন কাজ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে ৫ নং অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

৪.৬ দ্বিতীয় খাতের জন্য আর্থিক সহায়তায়, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম পরিকল্পনায় কোন কোন কাজ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে ৬ নং অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

৫. সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কী কী করা যেতে পারে (রাজ্য স্তরের জন্য এবং ১১টি জেলার জন্য প্রযোজ্য)

ক্রং নং	কী কী কাজ করা যেতে পারে এবং কীভাবে
(ক)	**প্রত্যেক জেলার পশ্চাৎপদতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে সমীক্ষা করা এবং তার মাধ্যমে সারা জেলার জন্য একটি তথ্যভিত্তি** (baseline) **প্রস্তুত করা** Ø কেন্দ্রীয় ভাবে রাজ্য স্তরে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে, তাদের সহায়তায় জেলা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে, প্রধানত মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে এই কাজটি শুরু হয়েছে । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে এই কাজটি সঞ্চালন করা হচ্ছে । পরবর্তী সময়ে আলোচ্য তথ্যভিত্তির নিরিখে সমগ্র কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে ।
(খ)	**নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে একটি করে কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক উপাদান (যেমন মুদ্রণযন্ত্র, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট পরিষেবা) দিয়ে সহায়তা করা** Ø এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাকে একটি করে কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক উপাদান (যেমন মুদ্রণযন্ত্র, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট পরিষেবা) দিয়ে সহায়তা করা যায় । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কম্পিউটার সেল থেকে এই কাজটি

ক্রং নং	কী কী কাজ করা যেতে পারে এবং কীভাবে
	বিভাগের এই সংক্রান্ত সামগ্রিক কাজের অঙ্গ হিসাবে সঞ্চালন করা হচ্ছে ।
(গ)	**প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, প্রশিক্ষক দলের প্রশিক্ষণ, অন্যান্য প্রস্তুতি এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী, সদস্য, আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ** Ø পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন অধিকার, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীন এস আর ডি সেল-এর সমন্বয়ে এই উদ্দেশ্যে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।
(ঘ)	**রাজ্য স্তরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে সহায়তা কেন্দ্র** (Help Line) Ø এই সহায়তা কেন্দ্রে থাকবে টেলিফোন, ফ্যাক্স এবং ইন্টারনেট পরিষেবা । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের নানান বিষয় সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি এই সহায়তা কেন্দ্রে ফোন বা ই-মেল করে বা ফ্যাক্স মারফৎ প্রশ্ন করে তাদের উত্তর জেনে নিতে পারেন । প্রথমে রাজ্য স্তরে এটি চালু করার পর, অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১১ টি জেলাতেই জেলা স্তরে এই সহায়তা কেন্দ্র চালু করা যেতে পারে ।
(ঙ)	**প্রশিক্ষণ সহায়ক পুস্তিকা মুদ্রণ/পুনর্মুদ্রণের জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা** Ø রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন আছে । এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে এই বাবদ প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা সরাসরি রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থাকে দেওয়া হবে ।
(চ)	**পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু করা এবং পরিকল্পনা রচনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পুরসভাগুলিকে আর্থিক সহায়তা** Ø পশ্চাৎপদ এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে অবিলম্বে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে । প্রত্যেক বছর পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সঞ্চালন করার উদ্দেশ্যে ১১টি জেলার অন্তর্গত ২০৬১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১০০০০ টাকা হারে, ২১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১৫০০০ টাকা হারে, ৫১টি পুরসভাকে ১৫০০০ টাকা হারে এবং ১১টি জেলা পরিষদকে ২০০০০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য রাজ্য স্তরের কর্ম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ধরা যেতে পারে । Ø জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা সহ জেলা পরিকল্পনা কমিটির অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে জেলা পরিষদকে প্রদেয় বরাদ্দ থেকে তার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে । Ø যে সব এলাকায় উন্নয়নের যে কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে, সেখানে এই আর্থিক সহায়তায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ।

ক্রং নং	কী কী কাজ করা যেতে পারে এবং কীভাবে
(ছ)	**লোকশিক্ষা সঞ্চারের আওতায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে একমুখী ভিডিও উভমুখী অডিও সম্বলিত শিখন কেন্দ্র স্থাপন** Ø কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ও গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির আর্থিক সহায়তায়, ইসরো নামে সংস্থার কারিগরি সহায়তায় এবং রূপকলা কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় লোকশিক্ষা সঞ্চার নামে রাজ্য ব্যাপী উপগ্রহ-সেবিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে । ইতিমধ্যে সারা রাজ্যের ৩৪১টি ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতিকে, ১৭টি জেলা পরিষদ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে, কল্যাণীতে অবস্থিত রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থাকে, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চারটি সম্প্রসারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগকে এই পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে । এই উপগ্রহ-সেবিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত নানান বিষয়ের উপর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, সদস্য ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে । দূরশিক্ষার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো বিকেন্দ্রীকৃত ও ফলপ্রসূ করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে ২০০৮-০৯ সালের মধ্যে ১১টি জেলায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে শিখন কেন্দ্র (Receive Only Terminal বা ROT) স্থাপন করা হবে । এই কাজটি সম্পাদনের জন্য রাজ্য স্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া এবং জেলার মধ্যে সব চেয়ে দূরবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক ।
(জ)	**পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ পরামর্শ সহায়তা** Ø পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরামর্শ সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে এক দল বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতার সহায়তার প্রয়োজন হবে । এছাড়া তদারকি ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা (MIS) গড়ে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং / অথবা ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া হবে । এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাজ্য স্তরের পরিকল্পনায় ধরা হবে ।

৬. চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে, ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায়, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির ২০০৭-০৮ সালের কর্ম পরিকল্পনায় কী কী কাজ ধরা যেতে পারে

৬.১ এই নিবন্ধের ৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে পাওয়া ব্যাখ্যা অনুসারে এই রাজ্যের যে আটটি জেলায় রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা চালু আছে, সেই সব জেলায় রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা বাবদ বরাদ্দ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে মুক্ত তহবিল বাবদ বরাদ্দ একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে পাওয়া যাবে । অন্য দিকে, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুর - এই তিন জেলার ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ সালের জন্য তৈরি-করা পরিকল্পনার ভিত্তিতে যে ১০ কোটি টাকা করে সহায়তা ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষে পাওয়া গেছে এবং তার ভিত্তিতে রূপায়ণের কাজও চলছে, এই আর্থিক সহায়তাকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষের প্রাপ্য বা হক-এর অংশ হিসাবে ধরতে হবে এবং বকেয়া অংশের জন্য পরিকল্পনা করে অবিলম্বে জমা দিলে ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষের প্রাপ্য বা হক-এর বকেয়া অংশ পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে এই বছরেই পাওয়া যাবে ।

৬.২ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির নির্দেশাবলীতে যেভাবে গ্রাম সভায়/ওয়ার্ড সভায় সহভাগী প্রক্রিয়া সঞ্চালন করে, কর্ম পরিকল্পনা রচনা করে, নীচের স্তরের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে উপরের স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার কথা বলা হয়েছে, ২০০৭-০৮ সালের জন্য কর্ম পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয় । তাই এক্ষেত্রে, ইতিমধ্যে চিহ্নিত বা খুব দ্রুত চিহ্নিত করে নিয়ে মাত্র কয়েক ধরনের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে, ২০০৭-০৮ সালের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে না নিলে পরিকল্পনা রচনা করাই সম্ভব হবে না, এবং ফলত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ বাবদ আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে না । অতএব, ১১টি জেলার প্রত্যেকটির জন্যই পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে জেলার পশ্চাৎপদতা কমানোর উদ্দেশ্যে একটি করে কর্ম পরিকল্পনা রচনা করা দরকার ।

৬.৩ এই খাতের আর্থিক সহায়তায় কেবল মাত্র সেই সব প্রকল্পই ধরা যাবে যেগুলি রূপায়ণের জন্য অন্য কোনো উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে না বা যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা যথেষ্ট নয় । আরো উল্লেখ্য যে, এই খাতের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প নির্বাচনের সময় অন্য উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকলে তা কাজে লাগাতে হবে । কাজের সুবিধার জন্য এবং বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জেলার প্রাপ্তব্য মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তাকে চারটি উপ-খাতে চিহ্নিত করা যেতে পারে - (অ) গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-খাত, (আ) পঞ্চায়েত সমিতি উপ-খাত, (ই) জেলা পরিষদ উপ-খাত এবং (ঈ) পুরসভা উপ-খাত ।

৬.৪ কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সময় এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পকে কোন খাতের আওতাভুক্ত করা হবে তা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে - প্রথমত বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি (Principles of Subsidiarity) এবং দ্বিতীয়ত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিন্যস্ত কর্ম মানচিত্র (Activity Mapping) । এই কর্মসূচির আওতায়, প্রাপ্য বা হক-এর সীমার মধ্যে, ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে জেলার জন্য সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে নীচে উল্লিখিত কাজগুলি ধরা যেতে পারে ।

ক্রং নং	কী কী কাজ ধরা যেতে পারে এবং কীভাবে
(ক)	**পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাগুলির অফিস পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ** Ø যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের/পঞ্চায়েত সমিতির/পুরসভার নিজস্ব অফিস বাড়ি না থাকে কিম্বা যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের/পঞ্চায়েত সমিতির/পুরসভার পরিকাঠামোতে যথেষ্ট ঘাটতি থাকে, তাহলে এই কর্মসূচির আওতায় সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রকল্প ধরা যেতে পারে । প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে/পঞ্চায়েত সমিতিতে যথেষ্ট বসার জায়গা, মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পৃথক শৌচাগার সহ সকলের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার, একটি প্রশস্ত মিটিং হল এবং একটি প্রশস্ত প্রশিক্ষণ কক্ষ থাকলে সুবিধা হয় । Ø উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে হলে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭০% খরচ করা যেতে পারে এই শর্তে যে বাকি ৩০% অন্য কোনো কর্মসূচি থেকে খরচ করা হবে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
(খ)	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন** Ø যে সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি নেই, সেগুলির নিজস্ব বাড়ি

	তৈরির প্রকল্প ধরা যেতে পারে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশনের পরামর্শ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
(গ)	**অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন** Ø যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি নেই, সেই সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য প্রকল্প ধরা যেতে পারে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরামর্শ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
(ঘ)	**স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন** Ø যে সব স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি নেই, সেই সব স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য প্রকল্প ধরা যেতে পারে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরামর্শ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
(ঙ)	**তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প** Ø তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে : কমিউনিটি হল, খেলার মাঠ, দোকান ঘর তৈরি । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
(চ)	**দরিদ্রদের জন্য আবাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প** Ø ইন্দিরা আবাস যোজনার সহায়তায় জমি কেনা যায় না, অথচ জমি না থাকার কারণে বাস্তুহীন পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনার সহায়তা দেওয়া যায় না । বাস্তুহীন পরিবারকে জমি কিনে দেওয়া, বাস্তুভিটা তৈরি করা বা বাস্তুভিটার উন্নয়ন করা (Habitat Development) এবং বাস্তুহীন পরিবারের জন্য আবাসন প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । Ø ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় যে সব দরিদ্র পরিবারকে আনা অত্যন্ত জরুরি কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না, সেই সব পরিবারের জন্য আবাসন প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । এই উদ্দেশ্যে ইন্দিরা আবাস যোজনার নিয়মনীতি অনুসরণ করাটাই বাঞ্ছনীয় হবে ।
(ছ)	**জেলায় বিদ্যুদয়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প** Ø জেলায় বিদ্যুদয়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে তফসিলী জাতি/আদিবাসী/সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন । যেহেতু এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন অনেক বেশি হবে, অতএব এই ধরনের প্রকল্প জেলা পরিষদের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । Ø যে সব গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান (যেমন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র,

	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিক্ষার্থী-নিবাস, পাঠাগার ইত্যাদি) আর্থিক অনটনের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে পারছে না, তাদের বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে এই শর্তে যে, বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যয় বাবদ একটি অংশ এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ সেই প্রতিষ্ঠান বহন করবে । Ø এই ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অচিরাচরিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে ।
(জ)	**অপুষ্টি-জনিত সমস্যার মোকাবিলা করা এবং পরিপূরক পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প** Ø প্রধানত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির কোনো কোনো জায়গায়, প্রধানত শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে অপুষ্টি একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । এই ধরনের কাজের মধ্যে থাকতে পারে : অপুষ্টি-জনিত সমস্যায় ভুগছে - প্রধানত এমন শিশু ও নারীদের চিহ্নিত করা, নির্দিষ্ট সময় ধরে তাদের তৈরি-করা পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সহায়তা নেওয়া আবশ্যক । অপুষ্টি-জনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য এবং পরিপূরক পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প সব স্তরের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । তবে এই ধরনের কাজকে পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করলে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে । এই উদ্দেশ্যে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে (যেমন মুর্শিদাবাদ), সেখানকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ এলাকার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।
(ঝ)	**সমাজের সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারগুলিকে সুস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সহায়তার জন্য বিশেষ প্রকল্প** গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, অজস্র পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের জীবন যাপনের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সামর্থ্য নেই । এই ধরনের পরিবারগুলিকে সুস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে (যেমন খাদ্যের নিরাপত্তা, আবাসন, চিকিৎসায় সহায়তা, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা) ।
(ঞ)	**বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প** Ø জাতীয় কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি, সর্বশিক্ষা অভিযান (সর্বশিক্ষা অভিযানের সহায়তার আওতাভুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ি তৈরি সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে), মিড-ডে মিল প্রকল্প, পানীয় জল মিশন, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান (বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শৌচাগার নির্মাণের জন্য প্রকল্পে প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুমোদিত টাকার অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ এই পরিকল্পনার আওতায় ধরা যাবে - এ সম্বন্ধে আলাদাভাবে নির্দেশাবলী পাঠানো হচ্ছে), জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, সুসংহত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা কর্মসূচি (অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরি সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে), জাতীয় পৌর পুনর্নবীকরণ মিশন - এই সব কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করার জন্য অন্য কোনো আর্থিক সহায়তার উৎস নেই, সেই সব ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রকল্প

	নেওয়া যেতে পারে । কোন স্তরের কোন প্রতিষ্ঠানের কী ধরনের কাজের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি পূরণ করা প্রয়োজন এবং তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় ।
(ট)	**পার্বত্য অঞ্চলে এবং তফসিলী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জলের জন্য বিশেষ প্রকল্প** Ø পার্বত্য অঞ্চলে এবং তফসিলী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যদি প্রথাগত পাম্প ও নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প কার্যকর না হয়, তাহলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিকল্প প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কিম্বা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।
(ঠ)	**কাজের চাপ সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে সহায়ক কর্মী নিয়োগ এবং তাদের মজুরি বাবদ সহায়তা** Ø বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজের চাপ দিনে দিনে এতই বেড়ে চলেছে যে, কাজের চাপ সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে সহায়ক কর্মী নিয়োগ করার প্রয়োজন প্রায়ই অনুভব করা হয় । এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের নির্দেশাবলী অনুসারে প্রাপ্তব্য মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তার ৫% পর্যন্ত সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা এবং তাদের মজুরি বাবদ সহায়তার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । এই উদ্দেশ্যে ২০০৭-০৮ সালের পরিকল্পনায় প্রাপ্তব্য মুক্ত তহবিল বাবদ বরাদ্দের ৫% চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু যত দিন না পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের নীতি ও নির্দেশাবলী জানানো হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা যাবে না এবং এই ৫% বরাদ্দ অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য সদ্ব্যবহার করা যাবে ।
(ড)	**অন্যান্য বিবিধ কাজ** Ø পিছিয়ে পড়া এলাকায় দরিদ্র পরিবারের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কেনা, স্বনির্ভর দল নিয়ে গুচ্ছ সমিতির গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।

৬.৫ প্রধানত সময়ের অপ্রতুলতার কারণে ২০০৭-০৮ সালের কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপরের সারণীতে উল্লিখিত কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে । পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় আরো বেশ কিছু ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে - সেগুলি ২০০৭-১২ সালের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । তা সত্ত্বেও যদি কোনো জেলা ২০০৭-০৮ সালের কর্ম পরিকল্পনায় এই কর্মসূচির নির্দেশাবলী অনুসারে সম্ভাব্য অন্য প্রকল্প নেওয়া প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তা অবশ্যই উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে ।

৭. পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৭-০৮ সালের পরিকল্পনা (BRGF Plan for 2007-08) রচনা ও জমা দেওয়ার সময় সীমা

৭.১ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৭-০৮ সালের পরিকল্পনা (BRGF Plan for 2007-08) রচনার কাজটি অবিলম্বে শুরু ও শেষ করতে হবে । ৬.৪ নং অনুচ্ছেদে দেওয়া সারণীতে উল্লিখিত কাজগুলির মধ্যে যেগুলি ২০০৭-০৮ সালের জন্য জেলার কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হবে, সেগুলি সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দিয়ে, প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দ ধরে (নির্ধারিত আর্থিক সীমার মধ্যে) ১৫ ডিসেম্বর

২০০৭-এর মধ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠাতে হবে । উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনা রচনার আগে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন । একই ভাবে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর আগে এই কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন ।

৭.২ পরিকল্পনার নথির কাঠামো সম্বন্ধে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়বারদ্দের জন্য যে সব সারণী ব্যবহার করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে ইংরাজিতে লেখা প্রস্তাবিত সারণীগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে । প্রস্তাবিত সারণীগুলি অনুসরণ করা হলে জেলা থেকে পাওয়া কর্ম পরিকল্পনাগুলি রাজ্য স্তরে অতি দ্রুত পরখ করে ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে সুবিধা হবে ।

৭.৩ এই নিবন্ধে যদি এমন কোনো উপাদান থাকে যা এই পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক প্রকাশিত নির্দেশিকায় উল্লিখিত কোনো অংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে সে বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে ।

৮. পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির সহায়তায় ২০০৮-০৯ সালের পরিকল্পনা সম্বন্ধে দু-চার কথা

৮.১ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল, পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত জেলাগুলিতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে এমনভাবে শক্তিশালী হতে সহায়তা করা, যাতে তারা এই কর্মসূচির পরিপূরক আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে প্রাপ্তব্য যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়ে, সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করতে পারে - যে পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় করণীয় কাজ সম্বন্ধেও প্রস্তাব থাকবে । অর্থাৎ এই তহবিলের সহায়তায় গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাকে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অঙ্গ হতে হবে ।

৮.২ সময়ের অপ্রতুলতার কারণে ২০০৭-০৮ সালের পরিকল্পনাকে BRGF Plan হিসাবে তৈরি করার কথা বলে হলেও ২০০৮-০৯ সালের পরিকল্পনা যথাযথ ভাবেই তৈরি করতে হবে । এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ইতিমধ্যেই সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে । এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে জানানো হবে ।